টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক

ডিজাইনের

= বিয়ের =

কার্ড

পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৮ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 4th Aug. 1971 | ১২শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রবল বন্যা

ভাগীরথীর বিপদসীমা অতিক্রম ॥ রঘুনাথগঞ্জ, সুতী, ফরাক্কা, থানার বহু গ্রাম বন্যার করাল কবলে

জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রবল বন্যার ফলে রঘুনাথগঞ্জ থানার মিঠিপুর, পানানগর, গিরিয়া, সেকন্দরা আংশিক, কারখানা, মিঠিপুর আইলেরউপর, জয়রামপুর আংশিক প্লাবিত। এদিকে তেঘরী, জোতকমল, সাহাজাদপুর আংশিক বন্যার কবলে কবলিত। হাজার হাজার বিঘা ফসলশুদ্ধ জমি আজ জলের তলায়। প্রচুর বাড়ী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। রাস্তা ডুবিয়া যাওয়ায় গ্রাম শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সেকন্দরা, গিরিয়া, মিঠিপুর, পানানগর, কারখানা প্রভৃতি গ্রামসমূহের লোকেরা নৌকায় চলাচল করিতেছেন। উক্ত স্থানগুলি দিয়া পদ্মা-ভাগীরথী জল একত্রে বহিয়া চলিতেছে। লালগোলা থানার ময়া গ্রামের রাস্তা-ঘাট ও বহু ফসলশুদ্ধ জমি ডুবিয়া গিয়াছে। জঙ্গিপুর—কৃষ্ণপুর—বহরমপুর—জিয়াগঞ্জ রাস্তায় বাস চলাচলে বিঘ্ন ঘটিতেছে। রাস্তার অনেক স্থান দিয়া বন্যার জল বহিয়া চলিতেছে ফলে রাস্তায় একবুক জল হইয়াছে ও রাস্তা বসিয়া গিয়াছে। সাহাজাদপুর বাজারের সংলগ্নে বন্যার জল আসিয়া পড়ায় বাজারের আশে-পাশে বাঁধ দেওয়া হইতেছে। জঙ্গিপুর মহকুমা সদর হাসপাতালের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে। শহরের নিম্নাঞ্চলের অনেক পাকা বাড়ীর মধ্যে জল প্রবেশ করায় উক্ত স্থানের লোকেরা অসহায় অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন। সুতী থানার বিভিন্ন স্থানে প্রবল বন্যা দেখা দিয়াছে। পাগলা নদীর জলস্ফীতির ফলে হারুয়া, ডাহিনা, ডাঙ্গাপাড়া, গাম্ভীরা, গাইঘাটা, পাঁচগাছি প্রভৃতি গ্রামগুলি সম্পূর্ণভাবে জলমগ্ন। বাঁশ নদীর জলে মহেশাইল অঞ্চলের—সরলা, কিশোরপুর, বসন্তপুর, লোকাইপুর গ্রাম, উমরাপুর অঞ্চলের—বাহাগোলপুর, উমরাপুর, সাহাজাদপুর ও বাউরিপুনী গ্রাম, বহুতালি অঞ্চলের—সিধোর নাদাই, কাদোয়া গ্রাম ও দোগাছি অঞ্চল আংশিক প্লাবিত। ফরাক্কা থানার চারিটি অঞ্চল যথা ইমামনগর, বেওয়া, বাহাদুরপুর ও বেনিয়াগ্রামের ২৭টি গ্রাম আজ জলের তলায়। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট, সহস্রাধিক ঘর ধ্বংস, ভুট্টা-পাট পচিয়া গিয়াছে। বন্যার জল নামিয়া যাওয়ার কোন উপায় নেই কেননা ভাগীরথী নদীর জল প্রতিদিনই বাড়িতেছে। ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে এখনও বেশ কিছুদিন প্লাবিত

—৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মদিনে বিজ্ঞান দিবস উদ্‌যাপন

গত ২রা আগষ্ট জঙ্গিপুর মহকুমা বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে জঙ্গিপুর পৌরভবন হলে 'বিজ্ঞান দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। বাঙ্গালী বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করিয়া এই দিনটি পালন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা'-র সম্পাদক শ্রীঅলক সেন এবং প্রকাশক শ্রীবিমল বসু এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীসেন ও শ্রীবসু উভয়েই আগামী বিজ্ঞান মেলায় প্রদর্শিতব্য বিভিন্ন মডেল সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝাইয়া দেন। পরে যে সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়, তাহাতে পৌরোহিত্য করেন পৌরপতি শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীঅলক সেন। সভার আরম্ভে বিজ্ঞান পরিষদের সহ সম্পাদক শ্রীবাসব রায় পরিষদের কর্মসূচী সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং আগামী সেপ্টেম্বরে বিজ্ঞান মেলায় যোগদানের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। ইহার পর কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন, পৃথিবীর সৃষ্টি, মানুষের ক্রমবিকাশ, বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি শ্রীসেন অ্যাপোলো-১৫ এর নানা জটিল কার্যপদ্ধতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি তাঁহার ভাষণে বিজ্ঞান দিবসের তাৎপর্য বুঝাইয়া বলেন এবং ছাত্রসমাজকে বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করিতে স্থানীয় যুবসমাজকে আহ্বান জানান একটি ছায়াচিত্র প্রদর্শনীর পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ .....না হইলে বৈঠক ঠক বৈকি ॥

পশ্চিমবঙ্গে খুন ও সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সর্বদলীয় বৈঠক দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছে। গত ৩০শে জুলাই এই বৈঠকের সমাপ্তি হয়। ঐ দিন বেলা ১টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত একটানা আলোচনা চলে। যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহার উপর কোন মন্তব্য করিবার পূর্বে আমরা এই বৈঠকের গতি প্রকৃতির দিকে নজর দিব। যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, বৈঠক আরম্ভ হইবামাত্র কিছু কিছু রাজনৈতিক দল এই রাজ্যে এ যাবৎ খুনো-খুনির জন্য সি, পি, এমকে দায়ী করেন। কাহারও কাহারও মতে সরকার ও সি, পি, এম উভয়েই দায়ী। বৈঠকে অংশগ্রহণকারী কিছু সদস্য অবশ্য শাসক কংগ্রেস এবং সরকার এই খুন ও সন্ত্রাস চালাইতেছেন বলিয়া মন্তব্য করেন। তথাপি সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, রাজ্যের মধ্যে খুনোখুনি চরম নিন্দনীয় এবং তাহা রোধ করিতে সকলেই বদ্ধপরিকর।

বৈঠকের হোতা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় লক্ষ্য করিয়াছেন, রাজ্যে হত্যা ও সন্ত্রাসের জন্য কোন্ দলের কতটা দায়িত্ব, সে ব্যাপারে নানাজনের নানা মত। বিভিন্ন তরফের অভিযোগ ও অভিমতকে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি সর্বদলীয় বৈঠকের পক্ষ হইতে যে ছয়দফা প্রস্তাব ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার সার কথা এই :

(১) সমস্ত ক্ষেত্রেই খুন-সন্ত্রাস নিন্দনীয় হইবে। (২) সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সম্মিলিতভাবে খুন-সন্ত্রাসের মোকাবিলায় নামিতে হইবে। (৩) খুন-সন্ত্রাস দমনে প্রশাসন-কর্মকর্তারা তৎপর হইবেন এবং অপরাধীদের খুঁজিয়া বাহির করিবেন। (৪) প্রশাসন কর্মীদের কেহ খুন-সন্ত্রাসের প্রশ্রয় দিলে তাঁহার সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। (৫) হত্যা দমনে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে তাহার জন্য আগষ্ট মাসে আবার বৈঠক বসিবে। (৬) অবস্থা বিচার করিবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি মাঝে মাঝে বৈঠকে মিলিত হইবেন।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণ চিরটা কাল আশাবাদী, সুদিনের মুখ দেখিবার আশাতেই তাঁহারা যাবতীয় দুর্যোগ ও দুর্ভাগ্যকে সহ্য করিয়া থাকেন। কংগ্রেসী অপশাসনের তাঁহারা পরিবর্তন চাহিয়াছিলেন বুকভরা আশা লইয়া যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হইয়া যেভাবে আত্মকলহ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলেন, তাহার সুরাহা হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। এই সরকারের পতনে আবার সৌভাগ্যরবি উদিত হইবে বলিয়া আশা ছিল। যে কারণেই হোক, রাজ্যের মধ্যে খুন-জখম ও অনিশ্চিত জীবনযাত্রার অবসানে একদিন সমস্ত জনদরদী ও জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক দল মত ও পথ নির্বিশেষে একজোট হইবেন—এই প্রত্যাশাও তাঁহাদের ছিল। সেই হিসাবে উল্লেখিত ছয় দফা প্রস্তাব যাহাতে জনজীবনে একটা স্থৈর্য আনে, তাহা সকলেরই কাম্য, বিশেষ করিয়া অ-রাজনৈতিক জনসমাজ ইহা মনেপ্রাণে চাহেন। তবে ছয় দফার শেষ দফাটি সমস্ত রফা করিতে পারিবে কিনা কে জানে! সব দফার গয়া-প্রাপ্তি ঘটিবে—ইহাও আমারা মনে করি না। কিন্তু কাজ কতটা হইবে প্রশ্ন সেইখানে। প্রস্তাবে দেখা যায়, অবস্থা পর্যালোচনা করিতে রাজনৈতিক দলগুলি মাঝে মাঝে বৈঠকে বসিবেন। ভাল কথা, ১নং প্রস্তাবমত খুন-সন্ত্রাস চলিল; বৈঠকে নিন্দা করা হইল, প্রতিবাদ জানান হইল। কিন্তু কাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে সে সম্বন্ধে যদি স্পষ্ট জানা যায়ও, তবু সর্ববাদী-সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পথে বাধা আসিতে পারে। প্রস্তাবের ৩নং ও ৪নং ধারা অনুযায়ী প্রশাসন দপ্তর সেরূপ কর্মী-অপরাধীকে বাহির করিতে পারিবেন কি? সর্বদলীয় বৈঠক সেরূপ কর্মীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে বাধার সম্মুখীন হইতে পারেন কিনা?

কাজেই খুন-সন্ত্রাস কতটা বন্ধ হইবে, তাহা বলা শক্ত। বলা শক্ত আরও এইজন্য যে, ৩০শে জুলাইয়ের বৈঠকের প্রারম্ভে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি আরম্ভ হইয়াছিল। বৈঠক চলার দিন কমপক্ষে সাতটি খুন হইয়াছে। শনিবার দুর্গাপুরে দুইজন প্রাণ দিয়াছেন; বর্দ্ধমানে একজন। ঐদিন দমদমে গ্রীণ পারকে দুইটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। আবার এই সব মারমুখী দল বৈঠকে মিলিত হইবেন! রবিবার সাউথ সিঁথিতে দুইজনের জীবন গিয়াছে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষে। অনিচ্ছুক ঘোড়াকে হাঁটান যায় না। তথাপি বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যের মানুষ খুন-জখম বন্ধ করিবার সর্বদলীয় শুভ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাইতেছেন আশার বিরুদ্ধে আশা করিয়াই। তবু ভাল যে, সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে একটি ঘরে বসাইতে পারা গিয়াছে। তবে ছয়দফা প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব এখন বৈঠকের অংশীদার দলগুলির।

ডাকাতি

গত ৩০শে জুলাই রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ থানার পশই গ্রামে শ্রীমণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। দুর্বৃত্তেরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং তাঁহাকে মারধোর করে। মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রীকেও তাহারা চরম মারধোর করে এবং অলঙ্কার, টাকা-পয়সা ও বাসনপত্র লইয়া চম্পট দেয়। এই ডাকাতির ফলে পশই গ্রামের গৃহস্থদের মধ্যে এক আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। কিছু কিছু গৃহস্থ গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র বাসার সন্ধানে ফিরিতেছেন।

শহরে বিদ্যুৎ সঙ্কট

বিদ্যুৎ সরবরাহে বিভ্রাট ঘটায় এই শহরে রাত্রিতে যখন তখন নিষ্প্রদীপ অবস্থা। ১লা আগষ্ট সারাদিন-রাত বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় সারা শহরে অন্ধপুরী ও থমথমে বিভীষিকার রাজত্ব হয়। খবরে জানা যায়, তার চুরির ব্যাপকতা ইহার কারণ।

জঙ্গিপুর মাদ্রাসার প্রশাসক শ্রীসরোজকুমার ঘোষ ও প্রাক্তন এম, এল, এ জনাব আবদুল হক মহামান্য হাইকোর্ট অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত

জঙ্গিপুরের ডেপুটি এ্যাসিসট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ শ্রীসরোজকুমার ঘোষ মহামান্য হাইকোর্ট অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, জঙ্গিপুর মাদ্রাসার একটি শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায় ইন্সপেক্টর বাবু প্রাক্তন এম, এল, এ জনাব আবদুল হক্‌কে উক্ত পদে বহাল করেন। ঐ মাদ্রাসার বি, এ পাস কেরানী সাহেব প্রাক্তন ম্যানেজিং কমিটির Resolution বলে ঐ পদের দাবীদার হয়েও নিয়ম মাফিক নিয়োগ না করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে বিচারপ্রার্থী হন। মামলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মহামান্য হাইকোর্ট উভয় পক্ষকে Status quo বহাল রাখার আদেশ দেন। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন সাস্‌পেণ্ড আছেন। মামলা হাইকোর্টের বিচারাধীন। কিন্তু প্রশাসক সরোজবাবু হঠাৎ হক্ সাহেবকে প্রধান শিক্ষক পদ দান করে বসলেন এবং কেরানী সাহেব হলেন সাস্‌পেণ্ড। আবার হাইকোর্টের আশ্রয় নিলেন কেরানী সাহেব। আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হলেন সরোজ-বাবু ও হক্ সাহেব।

ইতিপূর্বে সরোজবাবু সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে জনাব জয়নাল আবেদিন থাকা সত্ত্বেও জনাব আবদুল হককে ঐ পদটি দান করেছিলেন। হাইকোর্টের আদেশে জনাব আবেদিন উক্ত পদে বহাল আছেন।

প্রকাশ থাকে, সরোজবাবু ও হক্ সহেব মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি করার জন্য যে তোড়জোড় আরম্ভ করেছিলেন তাতে মহামান্য হাইকোর্ট এক Rule জারী করে উভয়কে কমিটি গঠন করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

—সংবাদদাতা

॥ হায় চিল ! ॥

—হরিলাল দাস

আমাদের ছেলেবেলায় আমরা চিল দেখেচি। ছোঁ মেরে বেকুব বানিয়ে যা থাকত হাত থেকে নিয়ে পালাত। বিশেষ করে লক্ষ্য ছিল মাছের দিকে। তীক্ষ্ণ নখে হাত ছিঁড়ে দিয়ে মাছ নিয়ে গেছে—এমন অভিজ্ঞতা এখনও অনেকেরই স্মৃতিতে আছে। কিন্তু এখন আর চিল দেখি না। না গোদা চিল, না শঙ্খ চিল। চিলের বংশ কি লোপ পেয়ে যাচ্ছে ?

শুধু জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জেই নয়,—আজিমগঞ্জ রেল ষ্টেশনেও চিলের অত্যাচারে যাত্রীরা বিব্রত হতেন। জংশন ষ্টেশন। গাড়ি অনেকক্ষণ থামে। তাই অনেকেই সেখানে খাবার কিনতেন। কিন্তু খেতে পেতেন ক্বচিৎ। খাবার ছোঁ মেরে নিত চিলে, বাকি যা প্ল্যাটফরমে ছড়িয়ে পড়ত তা ছুটে এসে খেত কুকুরে। চিল-কুকুরের সমবায় প্রথায় আহার্য সংগ্রহের এমন ব্যাপারটা থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করেচেন কিনা বলা শক্ত। তবে সেকালে খাবার কেনার সময় অনেকেই সাবধান হতেন। এখন সেখানেও চিল নেই। গেল কোথায় ? জীববিজ্ঞানীরা কি বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান চালাবেন ?

মৎস্যকুলের মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে কি চিলেরা সব নিরামিষাশী হয়ে হিমালয়ে তপস্যা করতে গেছেন ? সন্ধান জানি নে, তবে এখনকার ছেলেমেয়েরা চিল চিনতে চাইলে ছবি খুলে দেখাতে হবে। 'মাছ নিয়ে গেল চিলে' বলে যে ছড়া আছে তা শুনে খোকা অবাক হবে। ভাববে চিল কি !

'হায় চিল ; সোনালী ডানার চিল'—

—জীবনানন্দের কবিতা পড়তে গিয়ে হয়ত কোনদিন তরুণ পাঠক পাঠিকারা ভাববেন—চিল আবার কেমন জিনিস ! সে দিন বুঝি বেশী দূরে নয়।

গলা সাদা শঙ্খচিলের দর্শন সৌভাগ্যদায়ক কেন এবং উড়ো-শাঁকচিলের প্রভাব বেশি না বসা-শাঁকচিলের দেখা পাওয়া বেশি সুলক্ষণের, তা নিয়ে এখন আর তর্ক বাধে না। ঐ চিলকে কেন প্রণাম করতে হয় এখনকার ছোটরা বিস্মিত কৌতূহলে তাও জিজ্ঞাসা করার অবকাশ পায় না। তারা ও-চিল এখন দেখতেই পায় না। কিন্তু কেন ?

ছোঁ মারার প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে কি চিলের দল লজ্জায় দেশান্তরী হয়েছে ? এখন যারা সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করে তাদের সঙ্গে পেরে উঠছে না বলেই কি তীক্ষ্ণনাদী চিলকুল দেশ ছেড়েচে ?

হায় চিল ! মৎস্যাশীজনের হতাশাসঞ্চারী চিল ! তোমরা আমাদের পরিত্যাগ করে কোথায় গেলে ?

১ম পৃষ্ঠার পর

জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রবল বন্যা

গ্রামসমূহ জলে ডুবিয়া থাকিবে। অন্যান্য বৎসরের মত এবারও সরকার থেকে পূর্ব্বের ন্যায় যথা নিয়মে মাথা পিছু জি আর ৪ কেজি গম, কৃষকদের গ্রুপ লোন, গৃহহীনদের ঘর নির্মাণ ঋণ ও সাময়িকভাবে আশ্রয় শিবির নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। গত ১৯৬৯ সালের বন্যার তুলনায় এই বৎসর বন্যা অধিক প্রবল কিন্তু সেবারের তুলনায় প্রচার কম।

বনমহোৎসব

গত ৩০শে জুলাই শুক্রবার জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক অফিস প্রাঙ্গণে অনাড়ম্বরভাবে দ্বাবিংশতিতম বনমহোৎসব পালন করা হয়। মহকুমা-শাসক শ্রীপ্রভাতকুমার নিয়োগী মহাশয়, জাতীয় এই মহতী উৎসবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যদিচ আমরা আজ চারিদিক দিয়ে নানা কারণে ও বন্যার ফলে বিব্রত তবুও যেন আমরা বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তার কথা না ভুলি। শ্রীনাবাঁচা হালদার, শ্রীগুরুপদ দাস, শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কয়েকটি বৃক্ষচারা রোপণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে মহকুমা-শাসক সকলকে চা পানে আপ্যায়িত করেন।

মিষ্টি খাবেন না

কোন বিলাতী চিকিৎসকের মতে চিনি গুড় প্রভৃতি হৃদ্‌রোগের প্রাবল্য আনে। বর্তমানে করোনারি ঘটিত অসুখ খুবই হচ্ছে এবং মৃত্যুও আপন সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। মিষ্টদ্রব্য খেলেই হৃদ্‌রোগ হবে, আর না খেলে হবে না, এটা ঠিক নয়। তবে উক্ত চিকিৎসকের মতে মিষ্টদ্রব্য এই রোগের একটি অন্যতম কারণ। আখেরে পশ্চিমী দেশগুলিতে যদি চিনির চাহিদা না থাকে, তবে ভারত হতে আখের চাষ ত উঠে যাবে অবশ্য ভারত ছাড়া চিনি উৎপাদনকারী দেশ আরও আছে। তাদের বিষয়টাও ভাবা দরকার। কিন্তু মিষ্টান্নবিলাসী বাঙ্গালী অতঃপর কী করবেন, সেটা ভাববার কথা।

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই,
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

খোকার জন্মের পর..
আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।
জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ० কলিকাতা-১২
KALPANA.J.K-84.B

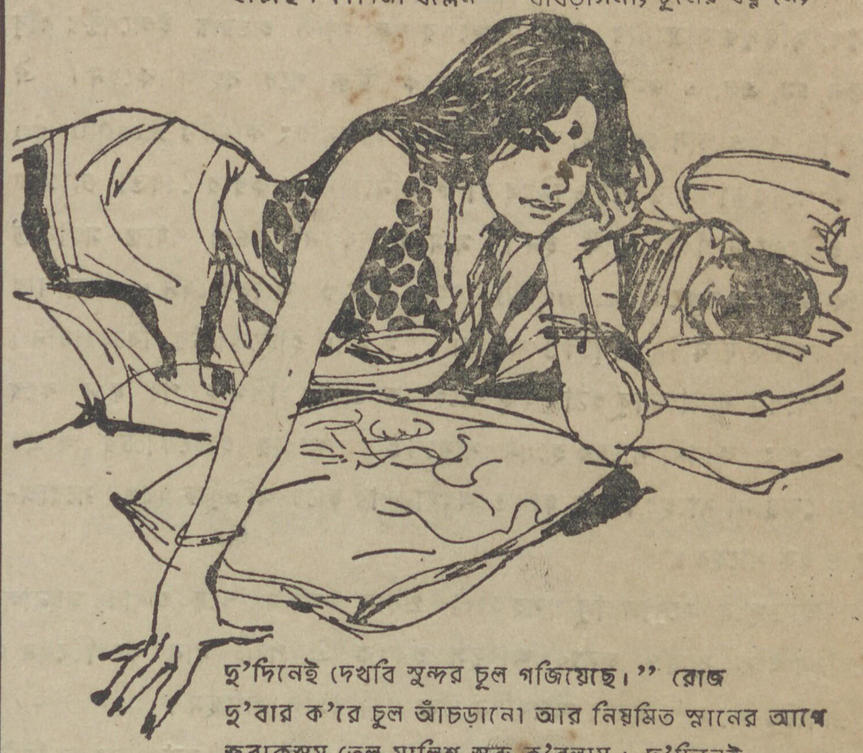

ডাবর আমলা কেশ তৈল
কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র
১৮ই শ্রাবণ, ১৩৭৮ সাল।

রিক্সাচালক খুন

গত ১লা আগষ্ট ফরাক্কায় জনৈক রিক্সাচালককে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহার দেহে আঘাতের চিহ্ন ছিল। মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত।

বোমা বিস্ফোরণ

১লা আগষ্ট রাত্রি প্রায় পৌনে এগারটায় রঘুনাথগঞ্জ বাজার পোষ্ট অফিসের নিকট একটি বোমা প্রচণ্ড শব্দে ফাটে। কেহ হতাহত হয় নাই।

পঃ বঃ ছাত্রপরিষদের দাবী

(জঙ্গিপুর মহকুমা ছাত্র পরিষদ এর পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতি পাওয়া গিয়াছে। —সঃ)

১। জংগী ও সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তানকে তার নয়া দোস্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক অস্ত্র সাহায্যের প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন। (ছাঃ পঃ)

২। "ধনতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক অথবা সাম্রাজ্যবাদী চক্র যখন বুঝতে পারে দেশের বিরাট পরিবর্তন আসছে, যার ফলে তাদের স্বার্থ বিলীন হবে, তখন থেকেই তারা শুরু করে লড়াই করার মূল শক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করতে অথবা তাদের খুনোখুনির চক্রে নামিয়ে দিতে। পশ্চিম বাংলার হাজার হাজার মায়ের কোল খালি করার পিছনে এই ঘৃণ্য চক্রান্ত কাজ করছে।"..... তাই যুবক কংগ্রেস চাইছে যুবসমাজ জোট বেঁধে সাবধান হোক।

৩। "আমরাও পরিবর্তন চাই—কিন্তু রক্তাক্ত পথে নয়। যদি কোনদিন বিপ্লবেরই ডাক আসে, তাহলে তার আগে যাবে যুবক। যে পথে বা আদর্শেই পরিবর্তন আসুক না কেন, দৈনিক যুবরক্তের হোলি-খেলায় আমরা কার পথ প্রস্তুত করছি? সাচ্চা মার্কস্‌বাদীই হোক, আর গণতন্ত্রীই হোক বা সমাজবাদীই হোক, প্রতিটি সাচ্চা যুবকের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে আমরা দেশের পরিবর্তন কল্পনা করি না। এবার বুঝতে হবে আসলে দেশের যুবশক্তির সর্বনাশ করে ভবিষ্যৎ

আন্দোলনের পথ রুদ্ধ করার জন্য হয় পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়া, না হয়, সাম্রাজবাদী বৈদেশিক চক্র-এর জন্য হাজার হাজার টাকা ঢালছে। আমরা যদি এই সহজ জিনিসটা বুঝি, তা হলে আসুন, বাংলার সব যুবক, এই হোলিখেলা থেকে দূরে সরে দাঁড়াই।" (যুঃ কং)

মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র পরিষদের দাবী

১। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা। ২। জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন। ৩। জেলায় ষ্টেডিয়াম নির্মাণ ও অবিলম্বে অসমাপ্ত রবীন্দ্র সদন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করা। ৪। জেলায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স ও ল-কলেজের শাখা স্থাপন এবং বহরমপুর পর্যন্ত রেলপথ বৈদ্যুতীকরণের দাবীতে আন্দোলন।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার বিশেষ সংখ্যা

মফঃস্বল বাংলার একমাত্র মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার একটি বিশেষ কৃষিসংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে এ মাসের দশ-বার তারিখের মধ্যেই। এতে থাকছে সার, সেচ, বীজ, নানা ধরণের চাষ প্রণালী প্রভৃতি কৃষি সম্পর্কিত নানা তথ্য। লেখক তালিকায় আছেন এলাহাবাদ শিলাধর গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান ডঃ নীলরতন ধর, কলকাতা বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান ডঃ অরুণকুমার শর্মা, 'দেশ' পত্রিকার বিজ্ঞান সাংবাদিক শ্রীসমরজিৎ কর এবং আরও বহু বিখ্যাত কৃষিবিদ এবং কর্মরত কৃষক। এই আকর্ষণীয় সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে হলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পঞ্চাশ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান :

সম্পাদক, বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা
৫৫, একজিবিশান বাগান রোড
পোঃ বহরমপুর ॥ পশ্চিমবঙ্গ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।